রমজানের শেষ দশক, ফিতরা ও ঈদের বিধান

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

সূচীপত্র

লেখকের বাণী

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম তাঁর নবী মুহাম্মদ [সা:] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

ইসলামের চতুর্থ রোকন সিয়াম তথা রমজান মাসের রোজা পালন। এই মাসের শেষ দশকের গুরুত্ব অপরিসীম। এ দশকে রয়েছে লাইলাতুল কদর যা এক হাজার মাস (৮৩ বছর ৪ মাস)-এর চেয়েও উত্তম। যে রাত্রি পাওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ [সা:] নিজে এতেকাফ করতেন। এ ছাড়া রমজানের শেষে রয়েছে ফিতরা ও ঈদের সালাত।

এ দশকের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে এবং ফিতরা ও ঈদের বিধিবিধানকে সামনে রেখেই রমজানের শেষ দশক এবং ফিতরা ও ঈদের বিধানের উপর এই ছোট বইটির অবতারণা।

বইটির দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোনও দিন চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নুতন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১২/৯/১৪৩৪হি:
২১/৭/২০১৩ইং

রমজানের শেষ দশকের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

নি:সন্দেহে আল্লাহ তা‘আলা রমজানের দিবা-রাত্রিগুলির মধ্যে শেষ দশকের বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এর দ্বারা মুমিন বান্দা উক্ত সময়ে নেক আমলের মাধ্যমে তার প্রতিপালকের নৈকট্য লাভ করতে স্বচেষ্ট হয় এবং তাঁর ক্ষমা ও জান্নাত লাভে ধন্য হয়। উক্ত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদাগুলো হলো:

১. নবী [সা:] অন্য সময় অপেক্ষা উক্ত মুহূর্তে (শেষ দশকে) নেক আমল করতে বেশী বেশী চেষ্টা করতেন।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَـــهُ

.متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন রমজানের শেষ দশক প্রবেশ করত তখন রসূলুল্লাহ

[সা:] কমর শক্ত করে বাঁধতেন। নিজে রাত্রি জাগতেন এবং পরিবারকেও জাগাতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

অতএব, উক্ত দশকে রসূলুল্লাহ [সা:]-এর কমর মজবুত করে বাঁধার অর্থ হলো: তিনি সালাত, জিকির, দ্বীনী শিক্ষা, কুরআন তেলাওয়াত ছাড়াও অন্যান্য নেক আমল করতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মুখমণ্ডল দ্বারা জিকির ও সালাতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করতেন। আর তা করতেন মর্যাদাপূর্ণ লাইলাতুল কদর পাওয়ার আশায়।

উক্ত দশকের মর্যাদা আরো বুঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ [সা:] স্বীয় পরিবারকে সালাত ও জিকিরের জন্য জাগাতেন, যাতে উক্ত বরকতপূর্ণ রাত্রিতে ইবাদতের মাধ্যমে সকলে অশেষ সওয়াব হাসিল করতে পারেন। একজন মুসলিমের জীবনে ইহা এক বিরাট সুযোগ এবং আল্লাহর তওফিকপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য বিরাট গনিমত ও সবচেয়ে বড় ওয়াফার।

সুতরাং, জ্ঞানবান ব্যক্তি তার নিজের জন্য হোক বা স্বীয় পরিবারের জন্য হোক এ মহামূল্যবান সময় নষ্ট করা মোটেও উচিত নয়। এ ছাড়া এতো বেশী দিন নয়! হাতে গণা কয়েকটি দিন মাত্র। যার বিনিময়ে

মানুষ তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট উপহার লাভ করতে পারে, যা হবে তার ইহকাল ও পরকালের জীবনের জন্য বিরাট সফলতা।

২. রমজানের শেষ দশকে নবী [সা:] এতেকাফ করতেন। এতেকাফ হচ্ছে: একনিষ্ঠভাবে ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ করে অবস্থান করা। ইহা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত একটি সুন্নত।

১. আল্লাহ তা'আলার বাণী:

Z j [Z Y X W V [

البقرة: ١٨٧

তোমরা মাসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস কর না। [সূরা বাকারা:১৮৭]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِــفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق عليه.

আয়েশা (রা:) হতে বর্ণিত: নবী [সা:] রমজানের শেষ দশকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এতেকাফ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ এতেকাফ করেন।
[বুখারী ও মুসলিম]

এতেকাফকারীর জন্য সালাত, কুরআন তেলাওয়াত, জিকির, দোয়া-দরুদ সব ধরণের নেক ইবাদতে মশগুল থাকা এবং দুনিয়াবি অনর্থক কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য। তবে স্ত্রী বা অন্য কারো সাথে শরিয়ত সম্মত অল্প আলাপ করতে দোষ নেই।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي ---- . متفق عليه.

সফিয়্যা বিনতে হুইয়াই (রা:) হতে বর্ণিত নবী [সা:]-এর এতেকাফরত অবস্থায় আমি এক রাত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসি। আলাপ শেষে যখন বাড়ি যাওয়ার জন্য দাঁড়ালাম তখন নবী [সা:] আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন----।
[বুখারী ও মুসলিম]

এতেকাফ অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস বা এ সংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন চুমা দেওয়া, কাম-উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করা হারাম। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

Z j [Z Y X W V [

البقرة: ١٨٧

তোমরা মসজিদে এতেকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সঙ্গে সহবাস কর না। [সূরা বাকারা: ১৮৭]

আর এতেকাফকারীর শরীরের কিছু অংশ মসজিদ হতে বের করলে তাতে কোন দোষ নেই।

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: ....وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ. رواه البخاري.

আয়েশা (রা:) কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন:-- নবী [সা:] এতেকাফ অবস্থায় মসজিদ হতে তাঁর মাথা বের করে দিতেন। আর আমি তা ধৌত করে দিতাম যখন আমি ঋতু অবস্থায় ছিলাম। [বুখারী]

¿ এতেকাফকারীর মসজিদ হতে বের হওয়ার তিন অবস্থা:

প্রথম: দ্বীনি বা প্রাকৃতিক আবশ্যকীয় কোন কাজের জন্য বের হওয়া। যেমন: পেশাব-পায়খানা, ফরজ ওযু ও গোসল, পানাহার ইত্যাদি। এগুলোর মসজিদে সুব্যবস্থা না থাকলে তার জন্যে বের হওয়া জায়েজ আছে।

দ্বিতীয়: যে সব কাজ তার উপর জরুরি নয়। যেমন: রোগী দেখতে যাওয়া ও জানাজার নামাজে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি কাজের জন্য বের হবে না। কিন্তু যদি এতেকাফের শুরুতে এগুলো করার শর্ত করে থাকে, তবে তার জন্য তা জায়েজ হবে। যেমন: তার রোগী আছে যার সেবা-শুশ্রূষা করা পছন্দ করে অথবা রোগী মরে যাওয়ার ভয় থাকে। এমন অবস্থায় এতেকাফের প্রথমে শর্ত করে নিলে সে জন্য বের হলে কোন অসুবিধা নেই।

তৃতীয়: এতেকাফবিরোধী কাজের জন্য বের হওয়া। যেমন: ক্রয়-বিক্রয়, স্ত্রী সহবাস ও এ ধরনের কোন কাজের জন্য বের হওয়া হারাম। চাই শুরুতে শর্ত

করুক বা না করুক, কেননা ইহা এতেকাফ বিনষ্টকারী ও তার উদ্দেশ্যে পরিপন্থী কাজ।

৩. নি:সন্দেহে শেষ দশকে লাইলাতুল কদর রয়েছে। এই মহীয়সী রজনীকে আল্লাহ তা'আলা অন্য সকল রজনীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর এ দ্বারা আল্লাহ এই উম্মতের উপর অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ এ রাত্রির ফজিলত সম্পর্কে বলেন:

2 1 0 / . - , *) (' & [

الدخان: ١-٥ Z = < ; : 8 7 6 5 4 3

আমি ইহা (কুরআন) নাজিল করেছি এক বরকতময় রাত্রে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়, আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে। আমিই প্রেরণকারী। [সূরা দুখান: ৩-৬] আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন:

- , + *) (' & % $ # " ! [

8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

القدر: ١-٥ Z C B A @ ? > = < ; : 9

'আমি ইহা (কুরআন) নাজিল করেছি লাইলাতুল কদরে। লাইলাতুল কদর কি আপনি জানেন? লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রুহ (জিবরাইল আ:) অবতীর্ণ হয় তাদের প্রতিপালকের আদেশক্রমে। এ নিরাপত্তা ফজর উদায় হওয়া পর্যন্ত অব্যহত থাকে। [সুরা আল-কদর:১-৫]

¿ লাইলাতুল কদরের বৈশিষ্ট্য:

১. এ রাত্রে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদ নাজিল করেছেন, যাতে রয়েছে মানুষ জাতির জন্য সঠিক পথের সন্ধান এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।

২. উক্ত রাত্রির ফজিলত অনেক এবং এতে বহু কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকায় তা নি:সন্দেহে বরকতপূর্ণ।

৩. উক্ত রাত্রিতে ঐ বছরে সংঘটিত হয় প্রতিটি গুরুত্বপুর্ণ কাজ। যেমন: রিজিক, হায়াত-মউত, ভাল-মন্দ ইত্যাদি। এ রাতে লাওহে মাহফুজ হতে ফেরেশতাদের জানিয়ে দেওয়া হয়।

৪. এ রাত্রের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের অপেক্ষা উত্তম।

৫. এই রাত্রে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে দুনিয়ায় আগমন করেন।

৬. নিশ্চয়ই এটা শান্তির রাত, কেননা এতে আল্লাহর ইবাদতরত অবস্থায় অনেক বান্দাকে শাস্তি হতে অব্যহতি দেওয়া হয়।

৭. উক্ত রাত্রি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা একটি পূর্ণ সূরা নাজিল করেছেন, যা কিয়ামাত পর্যন্ত তেলাওয়াত হতে থাকবে।

লাইলাতুল কদরের ফজিলত সম্পর্কে নবী [সা:] বলেন:

« مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ». متفق عليه.

যে ব্যক্তি সঠিক ঈমান নিয়ে ও সওয়াবের আশায় লাইলাতুল কদরে (ইবাদত অবস্থায়) জাগবে, তার

অতীতের গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

¿ লাইতুল কদর কখন হয়?

লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকে বেজোড় রাত্রিসমূহে সংঘটিত হয়। ইহা প্রতি বছর নির্দিষ্ট কোন বেজোড় রাত্রিতে সংঘটিত হয় না। বরং স্থান্তরতি হয়ে থাকে। যেমন: কোন বছর ২১, কোন বছর ২৩, কোন বছর ২৫, কোন বছর ২৭ আর কোন বছর ২৯ তারিখে হয়। এ ছাড়া জোড় রাত্রিতেও হওয়ার সম্ভবনা থাকে। তবে ২৭ তারিখে হওয়াটা বেশি সম্ভবনা রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র ২৭ তারিখকে নির্দিষ্ট করা মোটেই উচিত নয়। আর রাত্রি যাপন করার জন্য ওয়াজ-নসিহত ও খানাপিনার আয়োজন করা সুন্নত পরিপন্থী কাজ। রসূলুল্লাহ [সা:] বলেন:

«تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَـــانَ». متفــق عليه.

তোমরা লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকে অনুসন্ধান কর। [বুখারী ও মুসলিম]

নবী [সা:] আরো বলেন:

« تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوِتْرِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ». متفق عليه.

তোমরা লাইলাতুল কদর রমজানের শেষ দশকে বেজোর রাত্রিসমূহে অনুসন্ধান কর ।[বুখারী ও মুসলিম]

¿ লাইলাতুল কদেরের বিশেষ দোয়া:

« اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي ».

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ‘আফুওবুন, তুহিব্বুল ‘আফওয়া, ফা‘ফু ‘আন্নী ।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করা পছন্দ কর । অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন । [হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে‘-আলবানী, হা: ৪৪২৩]

¿ লাইলাতুল কদরের লক্ষণ:

১. এ রাতটি না গরম হবে আর না ঠণ্ডা বরং নাতিশীতোষ্ণ হবে ।

২. এ রাতটি উজ্জল ও ঝকঝকে হবে যা মরু ও গ্রামঞ্চল এলাকায় বুঝা সম্ভব।

৩. এ রাতে মুমিন তার অন্তরে প্রশান্তি ও প্রশস্ততা অনুভব করবে যা অন্যান্য রাতে পাবে না।

৪. মুমিনরা এ রাত্রি স্বপ্নে দেখতে পরে যেমন সাহাবা কেরামের কেউ কেউ দেখেছিলেন।

৫. এ রাতে কোন ঝড়-তুফান হবে না বরং আবহাওয়া খুব স্বাভাবিক থাকবে।

৬. মুমিনরা এ রাত উদ্‌যাপনে অন্যান্য রাতের চেয়ে বেশি মজা ও আনন্দ পাবে।

৭. এ রাতে আকাশে মেঘমালা ও হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

৮. এ রাতের সকালে সূর্যের রশ্মি ও কিরণ অন্যান্য দিনের চেয়ে ক্ষীণ হবে।

ফিত্‌রার বিধিবিধান

¿ জাকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরা কি?

রমজানের রোজার কারণে যে জাকাত ফরজ হয় তাকে জাকাতুল ফিত্‌র বা ফিতরা বলা হয়।

¿ ফিত্‌রার বিধান:

ফিতরা ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-পরাধীন, দাস-দাসী প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার [রা:] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] খেজুর অথবা যবের এক সা'আ পরিমাণ ফিতরা মুসলমানদের স্বাধীন-কৃতদাস-দাসী, নারী-পুরুষ এবং ছোট-বড় সকলের উপর ফরজ করেছেন। আর ঈদের সালাতের জন্য মানুষ বের

হওয়ার পূর্বে আদায় করতে নির্দেশ করেছেন। [বুখারী ও মুসলিম]

¿ ফিতরা কখন ফরজ হয় ?

ইসলামের চতুর্থ রোকন রোজা ফরজ হয়েছে হিজরী দ্বিতীয় সালে। ঠিক সে বছরের চন্দ্র মাস শাবানে ফরজ হয়েছে জাকাতুল ফিত্‌র তথা ফিতরা।

¿ ফিত্‌রার হিকমত ও তাৎপর্য:

১. ফকির ও মিসকিনদের প্রতি এহসান তথা অনুগ্রহ করা।

২. ঈদের দিনে ফকির এবং মিসকিনদেরকে মানুষের দ্বারে-দ্বারে ঘোরাফেরা থেকে বিরত রেখে ঈদের খুশীতে শরিক করা।

৩. বদান্যতার গুণে গুণান্বিত হওয়া এবং সমবেদনা প্রকাশের বাস্তব প্রমাণ দেওয়া।

৪. রোজার ভুল-ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে রোজাদারকে পরিশুদ্ধকরণ।

৫. রমজানের রোজা শেষ করার মত বড় একটি নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

৬. গরিবের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করার বাস্তবতা।

¿ ফিত্‌রা কার উপর ফরজ ?

যে ব্যক্তির নিকট ঈদের দিন ও রাত্রির নিজের ও পরিবারের খোরাকি ব্যতীত অতিরিক্ত এক সা'আ পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট থাকবে তার উপর ফিতরা ফরজ। ফিতরা ফরজ হওয়ার জন্য জাকাত ফরজ হওয়ার পরিমাণ মালের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কারণ এর সম্পর্ক সম্পদের সঙ্গে নয় বরং এর সম্পর্ক রোজা ও মিসকিনদের সাথে। আর ইহাই সঠিক মত। ফিত্‌রা আদায় করতে হবে নিজের ও যাদের ভরণ-পোষণ করতে হয় তাদের পক্ষ থেকে। যেমনঃ স্ত্রী, সন্তানাদি এবং যে সকল কর্মচারীদের ভরণ-পোষণ নিজের উপর জরুরি।

¿ ফিত্‌রার পরিমাণঃ

এক সা'আ পরিমাণ ফিত্‌রা আদায় করা ফরজ। সা'আয়ের পরিমাণ হলো প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। কোন কোন আলেমগণ এর কম-বা বেশীও বলেছেন। কারণ সা'আ কাঠার মাপ আর কাঠার মাপ থেকে কেজির মাপ নির্ধারণ করতে খাদ্যের প্রকারভেদে কম-বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক।

¿ ফিত্‌রা কি দ্বারা আদায় করা ফরজ ?

ফিতরা মানুষের প্রচলিত খাদ্যদ্রব্য থেকে হতে হবে। যেমন: গম, যব, আটা, খেজুর, কিশমিশ, পনীর, চাউল, ভুট্টা ইত্যাদি।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَكَانَ طَعَامَنَا: الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ. رواه البخاري.

আবু সাঈদ খুদ্‌রী [রা:] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [সা:]-এর যুগে খাদ্য থেকে এক সা'আ (পরিমাণ) ফিত্‌রা আদায় করতাম। সে সময় আমাদের খাদ্য ছিল যব, কিশমিশ, পনীর ও খেজুর। [বুখারী]

সুতরাং, যার যে খাদ্য তা দ্বারা ফিতরা আদায় করবে। কেননা রসূলুল্লাহ [সা:] ফিত্‌রা ফরজ করেছেন মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। তাই খাবার উপযোগী খাদ্য দিতে হবে। কাপড়, শাড়ী, চাদর, থালা-বাসন, আসবাবপত্র ইত্যাদি দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করলে হবে

না। কারণ রসূলুল্লাহ [সা:] মানুষের খাদ্যদ্রব্য ফরজ করেছেন। অতএব, রসূলুল্লাহ [সা:] যা নির্দিষ্ট করেছেন তা ছাড়া অন্য জিনিস দ্বারা আদায় হবে না।

¿ খাদ্যের মূল্য বা মুদ্রা দ্বারা ফিতরা আদায় করার বিধানঃ

খাদ্যের মূল্য তথা টাকা, রিয়াল, ডলার ইত্যাদি দ্বারা ফিতরা আদায় করলে ফিতরা আদায় হবে না, কেননা:

১. ইহা রসূলুল্লাহ [সা:] যে জিনিসের নির্দেশ দিয়েছেন তার অন্তর্ভুক্ত নয়। রসূলুল্লাহ [সা:] বলেন:

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ».متفق عليه.

যে আমাদের দ্বীনে এমন বিষয় সংযোজন করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। [বুখারী ও মুসলিম] অন্য এক বর্ণনায় এসেছে:

« مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ».رواه مسلم.

যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার নির্দেশ আমাদের দ্বীনে নেই তা পরিত্যাজ্য। [মুসলিম]

২. ইহা সাহাবা কেরাম [রাঃ]-এর আমলের বিপরীত। কারণ তাঁরা এক সা'আ খাদ্য আদায় করতেন।
৩. রসূলুল্লাহ [সাঃ] ফিতরার জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট করেছেন। আর এগুলোর মূল্য ও প্রকরে একটি অপরটি থেকে অনেক ব্যবধান রয়েছে।
৪. ফিতরা আদায় করা ইসলামের একটি প্রকাশ্য সর্বজ্ঞাত নিদর্শন। তাই যদি মূল্য আদায় করা হয় তবে সে উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।
৫. যদি কোন একটি খাদ্যের বা গড়ে মূল্য ধরা হয়, তবে ফকির ও মিসকিনদের চরম ঠকানো হবে।
৬. যদি মূল্য ধরে টাকা আদায় করা হয়, তবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু খাদ্য দ্বারা আদায় করলে এর প্রকৃত হকদার ফকির ও মিসকিন ছাড়া অন্য কেউ গ্রহণ করতে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও আপত্তি করবে অথবা বিরত থাকবে।

¿ ফিত্‌রা ফরজ হওয়ার সময়ঃ

রমজান মাসের শেষে সূর্যাস্তের পরে ঈদের চাঁদ উদিত হলেই ফিত্‌রা ফরজ হয়। এই সময়ে যারা

ফিতরা আদায়ের যোগ্য তাদের জন্য ফিত্‌রা আদায় করা ফরজ। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি সূর্যাস্তের কয়েক মিনিট আগে মারা যায়, তবে তার ফিতরা ফরজ হবে না। আর যদি কয়েক মিনিট পরে মারা যায়, তাহলে তার পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করতে হবে। অনুরূপ সূর্য ডুবার পূর্বে কোন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তার ফিতরা আদায় করতে হবে। কিন্তু সূর্য ডুবার পরে জন্মগ্রহণ করলে তার ফিতরা আদায় করতে হবে না। তবে আদায় করলে ভাল। উসমান ইবনে আফফান [রা:] গর্ভের সন্তানদেরও ফিতরা আদায় করতেন।

¿ ফিতরা আদায়ের সময়:

ঈদের দিনের সকালে ঈদ গাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিতরা আদায়ের সময়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ

أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ. رواه أبوداود وابــن ماجه.

ইবনে আব্বাস [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [রা:] ফিত্‌রা ফরজ করেছেন রোজাদারের রোজাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাদ্যের জন্য। যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের আগে ফিত্‌রা আদায় করে তার ফিতরা গ্রহণযোগ্য। আর যে ঈদের সালাতের পরে আদায় করে তার ফিতরা সাধারণ সদকাসমূহের একটি সদকা। [হাদীসটি সহীহ, সহীহ সুনানে আবু দাঊদ ও সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ . رواه البخاري.

আবু সাঈদ খুদরী [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ [সা:]-এর যুগে ঈদের দিন খাদ্যে

থেকে এক সা‘আ (প্রায় আড়াই কেজি) ফিতরা আদায় করতাম। [বুখারী]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ)).رواه مسلم.

ইবনে উমার [রা:] থেকে বর্ণিত নবী [সা:] আমাদেরকে ফিতরা আদায়ের নির্দেশ দিতেন লোকজন ঈদগাহের দিকে বের হওয়ার পূর্বে। [মুসলিম]
ফিতরা ঈদের দুই এক দিন আগেও আদায় করা জায়েজ আছে।

عَنْ نَافِعٍ قَالَ:... فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لِيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِـــيَ اللَّـــهُ عَنْهُمَا يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.رواه البخاري.

নাফে‘ রহ: (তাবেঈ) বলেন: ইবনে উমার [রা:] ছোট বড় সবার পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করতেন।

এমনকি তিনি আমার সন্তানদের ফিতরাও আদায় করতেন। আর যারাই ফিতরা গ্রহণ করত তাদেরকে দিতেন। আর ঈদের এক দুই দিন পূর্বে আদায় করতেন। [বুখারী]

নোটঃ কোন ওজর ছাড়া ঈদের সালাতের পর ফিতরা আদায় করা জায়েজ নেই। আর যদি কেউ পরে আদায় করে তবে তার ফিতরা কবুল হবে না। বরং সাধারণ সদকা (দান) হবে। কিন্তু যদি ওজর বা কোন কারণ বশতঃ পরে আদায় করে তাহলে অসুবিধা নেই।

¿ ফিতরা আদায়ের স্থানঃ

ফিতরা আদায়ের সময় রোজাদার যে স্থানে অবস্থান করবে সেখানকার ফকির ও মিসকিনদেরকে দিবে। সে স্থান যে কোন মুসলিম রাষ্ট্র হোক না কেন। বিশেষ করে যদি ফজিলতপূর্ণ জায়গা হয় তাহলে আরও ভাল। যেমনঃ মক্কা, মদিনা অথবা এমন স্থান যেখানকার ফকির ও মিসকিনরা বেশী মুখাপেক্ষী। যদি কোন দেশে বা জায়গায় ফিতরা গ্রহণের মানুষ পাওয়া না যায় অথবা আদায়কারী তাদের পরিচয় না জানে, তাহলে অন্য কাউকে আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করতে

পারবে। সে যেখানে ফিত্‌রা গ্রহণের উপযুক্ত ফকির বা মিসকিন পাবে সেখানে তার পক্ষ থেকে আদায় করে দেবে।

¿ ফিত্‌রার হকদার কে?

ফিতরা আদায়ের খাত জাকাতের আটটি খাতের মধ্য হতে মাত্র দু'টি খাত: ফকির ও মিসকিন। সুতরাং, এদের ছাড়া অন্য কাউকে ফিত্‌রা দেওয়া যাবে না। আর দিলেও আদায় হবে না। কেননা ইবনে আব্বাস [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْـــرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ،وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. رواه أبـــو داود وابن ماجه.

রসূলুল্লাহ [রা:] ফিত্‌রা ফরজ করেছেন রোজাদারের রোজাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকিনদের খাবারের জন্য। [হাদীসটি সহীহ, সহীহ সুনানে আবু দাঊদ ও সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ]

নোট:

(ক) সঠিক মতে ফিতরা শুধুমাত্র ফকির ও মিসকিনের হক ও জাকাতের বাকি ছয়টি খাত এর অন্তর্ভুক্ত না। তাই ফিতরা দ্বারা মসজিদ বা ঈদগাহ নির্মাণ কিংবা ইমামদের বেতন দেওয়া সঠিক না। অনুরূপ কোন ইসলামিক সংগঠন বা সংস্থাকে দান করাও জায়েজ না আর করলে তা আদায় হবে না। কিন্তু যদি কোন বিশ্বস্ত সংগঠন বা সংস্থা কিংবা ব্যক্তি ফকির ও মিসকিনদের নিকট সময়মত, নিয়মমত খাদ্য দ্বারা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে তবে জায়েজ।

(খ) একজনের ফিতরা একাধিক ফকির ও মিসকিনকে এবং একাধিক ব্যক্তির ফিতরা একজন ফকির ও মিসকিনকে দেওয়া জায়েজ আছে।

ঈদের বিধিবিধান

¿ ঈদের সালাতের বিধান:

সঠিক মতে ঈদের সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। রসূলুল্লাহ [সা:] সর্বদা আদায় করেছেন এবং নারী-পুরুষ সবাইকে তার জন্য ঈদ মাঠের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

¿ সময় ও আদায়ের পদ্ধতি:

ঈদের সালাতের সময় সূর্য উদিত হওয়ার প্রায় ১৬ মি: পর থেকে দ্বি-প্রহরের পূর্ব পর্যন্ত। ঈদুল ফিতর একটু দেরী করে এবং ঈদুল আজহা প্রথম সময়ে আদায় করা সুন্নত। ঈদের সালাত দুই রাকাত। প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহার পূর্বে সাত তকবির এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পূর্বে পাঁচ তকবির দিতে হবে। আর ছয় তকবির দ্বারা ঈদের সালাতের হাদীস শায়খ আলবানী (রহ:) সহীহ বলেছেন। [সিলসিলা সহীহা: ৬/৪৯৬ হা: ২৯৯৭]

ঈদের সালাতের দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে যথাক্রমে সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া অথবা সূরা ক্বফ ও সূরা ক্বমার পড়া সুন্নত। [মুসলিম]

ঈদের সালাতের পরে খুৎবা প্রদান করা সুন্নত। কেননা রসূলুল্লাহ [সা:] খুৎবা দিয়েছেন।

¿ ঈদের আদবসমূহ:

১. ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠা থেকে ঈদের সালাত আদায় করা পর্যন্ত এবং ঈদুল আজহায় আরাফার দিনের ফজর তথা ৯ই যিলহজ থেকে ১৩ই যিলহজের আসর পর্যন্ত তকবির পড়া সুন্নত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ ´ µ ¶

تَشۡكُرُونَ ﴿١٨٥﴾ Z البقرة: ١٨٥

এবং যেন তোমরা নির্ধারিত সংখ্যা পূরণ করতে পার, আর তোমাদেরকে যে তিনি সঠিক রাস্তা দেখিয়েছেন তজ্জন্যে তোমরা আল্লাহর মহিমা বর্ণনা করতে পার। আর যেন তোমরা (আল্লাহর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার। [সূরা বাকারা:১৮৫]

২. তকবিরের শব্দগুলো হচ্ছে: আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ। পুরুষের জন্য

মসজিদে, হাটে-বাজারে, ঘরে-বাইরে উচ্চস্বরে এবং মহিলাদের জন্য নিঃশব্দে বলা সুন্নত।

৩. ঈদের নামাজের জন্য গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং উত্তম বা পরিস্কার পোশাক পরিধান করা। তবে মহিলাদেরকে পূর্ণ হিজাব করে ও আতর বা সেন্ট ব্যবহার ছাড়াই বের হতে হবে।

৪. ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজোড় (তিন বা পাঁচ অথবা সাত....) সংখ্যার খেজুর খাওয়া।

৫. ঈদুল আজহাতে সকালে খানাপিনা না করে সালাতের পর কুরবানী করে তার মাংস দ্বারা খাওয়া সুন্নত।

৬. সম্ভব হলে পায়ে হেঁটে ঈদের মাঠে যাওয়া এবং কোন সমস্যা না থাকলে ঈদের মাঠে সালাত আদায় করা।

৭. রাস্তা পরিবর্তন করা অর্থাৎ এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া এবং অপর রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা।

৮. ঈদের নামাজের আগে এবং পরে কোন সুন্নত সালাত আদায় না করা। তবে ঈদের সালাত

মসজিদে হলে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ দু’রাকাত সালাত আদায় করে বসা।

৯. ঈদের সালাতের পর ইমাম সাহেবের খুৎবা শ্রবণ করা।

¿ ঈদগাহে যাওয়ার বিধান:

রসূলুল্লাহ [সা:] নারী-পুরুষ সকলকে ঈদের সালাতের জন্য বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ :أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ:« لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا ».متفق عليه.

উম্মে ‘আতিয়্যা (রা:) বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] আমাদের সবাইকে ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আজহায় বের হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ নারীদেরকে এবং ঋতুবতী ও যারা পর্দার আড়ালে আছে

তাদেরকেও। তবে ঋতুবতী মহিলারা ঈদের মাঠ থেকে দূরে থেকে কল্যাণে ও মুসলমানদের দোয়াতে শরিক হবে। আমি বললাম: হে আল্লাহর রসুল! আমাদের মধ্যে কারো কারো বড় চাদর (বোরকা) নাই। তিনি [সা:] বললেন: তার বোন তাকে (বোরকা) পরিধান করাবে। [বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى. متفق عليه.

আবু সাঈদ খুদরী [সা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার জন্য ঈদগাহে বের হতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

তবে প্রয়োজনে মসজিদে আদায় করাও জায়েজ আছে। যেমন: ঈদ গাহ ময়দান না থাকা বা বৃষ্টি-বাদল ইত্যাদি হলে।

¿ বাড়ি বা মসজিদে মহিলাদের ঈদের জামাত:

মহিলাদের ঈদগাহে গিয়ে পুরুষদের সাথে সালাত আদায় করতে হবে। যদি ব্যবস্থা না থাকে তবে বাড়িতে বা কোন মসজিদে আদায় করা সুন্নত পরিপন্থী কাজ হবে।

¿ ঈদের সালাতের কাজা:

যদি কারো ঈদের সালাত ছুটে যায়, তবে ঈদের সালাত আদায়ের পদ্ধতিতে কাজা করে নেবে। আর মহিলারা যদি কোন কারণ বশত: ঈদ গাহে না যেতে পারে বা ব্যবস্থা না থাকে, তবে একাকী বাড়িতে আদায় করা জায়েজ রয়েছে।

¿ ঈদের মোবারকবাদ (শুভেচ্ছা বিনিময়):

ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করা মুস্তাহাব, কেননা সাহাবা কেরাম (রা:) পরস্পরকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য বলতেন: তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়ামিনকুম। অর্থ: আল্লাহ আমাদের এবং তোমাদের (আমল) কবুল করুন। এ ছাড়া যদি সুন্নত না মনে করে আপোসে মুসাফাহা ও মুআনাকা বা কোলাকুলি করে তবে জায়েজ আছে।

¿ ঈদকে কেন্দ্র করে কিছু ভুল-ত্রুটি:

১. মাইক দ্বারা বা অন্য কোনভাবে যৌথ কণ্ঠে এক সাথে ঈদের তকবির বলা।

২. ঈদের বাজারের নামে মহিলাদের রমজানের শেষ দশকের ফজিলতপূর্ণ রাত্রিগুলো মার্কেটিং করে নষ্ট করা।

৩. ঈদের সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকা।

৪. বেপর্দা হয়ে ও আতর-সেন্ট ব্যবহার করে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া।

৫. হারাম কার্যাদি যেমন গান-বাজানা শোনা, অশ্লীল ছায়া ছবি প্রদর্শন, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, মদ পান ইত্যাদি দ্বারা ঈদের আনন্দ করা।

৬. অপচয় করা এবং অনর্থক ও হারাম কাজে খরচ করা।

৭. নির্দিষ্ট করে ঈদের দিনে করবে জিয়ারত করা, কারণ এ ব্যাপারে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা জাল হাদীস।

৮. ঈদের সালাতের পূর্বে কামান বা পটকা দ্বারা তপধ্বনি দেওয়া।

৯. ঈদের সালাত আরম্ভ করার পূর্বে মানুষকে মাইক দ্বারা আহ্বান করা।

১০. ঈদের সালাত আদায়ের পূর্বে ওয়াজ-নসিহত করা।

১১. ঈদের সালাতের পরে যৌথভাবে দোয়া করা।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত